" সর্বদা দাতা-র সন্তান দাতা স্বরূপ হও"

আজ দয়ার সাগর নিজের মাস্টার দয়ার সাগর বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করছেন । ভক্তজন বাপদাদা এবং তোমাদের সকল সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের দয়ালু-কৃপালু নাম দিয়ে গায়ন করে। বাপদাদার কাছে বা তোমাদের সকল সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের কাছে সর্ব ধর্মের আত্মারা একটি মুখ্য বস্তু নিশ্চয়ই প্রাপ্ত করতে চায় । জ্ঞান আর যোগের কথা তো সব ধর্মে পৃথক লেখা রয়েছে যাকে বলা হয় মান্যতা । কিন্তু একটি কথা সব ধর্মে একই রকম আছে , সর্ব আত্মারা দয়া বা কৃপা নিজের ভাষায় যাকে তারা ব্লেসিং (blessings) বলে, সবাই প্রাপ্ত করতে চায়। তোমাদের কাছে এই শেষ জন্মেও তোমাদের ভক্তরা এই চাইছে - একটু কৃপা দৃষ্টি করো। একটু দয়া করো। সর্ব ধর্মে দয়া-কেই মুখ্য চিহ্ন বলে ধরা হয়েছে । যদি কোনো ধর্মীয় আত্মা দয়ালু না হয়, তবে তাকে ধর্মীয় বলে স্বীকার করা হবে না। ধর্ম অর্থাৎ দয়া । তো আজ বাপদাদা দেখছেন দয়ালু বা কৃপালু স্বরূপে কতটা পরিণত হয়েছ।

সকলেই নিজেকে আদি সনাতন প্রাচীন ধর্মের শ্রেষ্ঠ আত্মা বা ধর্মাত্মা রূপে স্বীকার তো করেই নিয়েছ। তাহলে হে সকল ধর্মাত্মা , আপনাদের সবচেয়ে প্রথম ধর্ম অর্থাৎ ধারণা হলই স্বয়ং প্রতি , ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি এবং বিশ্বের সর্ব আত্মাদের প্রতি দয়া ভাব ও কৃপা দৃষ্টি । তাই নিজেকে জিজ্ঞাসা করো সর্বদা দয়ার ভাবনা ও কৃপা দৃষ্টি সর্বের প্রতি থাকে নাকি ক্রমানুযায়ী থাকে ? দয়া ভাব বা কৃপা দৃষ্টি কার উপরে করতে হয়? যে আত্মা হল দুর্বল , অপ্রাপ্ত আত্মা , কোনো বিষয়ের বশীভূত আত্মা , এমন আত্মারা দয়া বা কৃপার ইচ্ছা রাখুক বা না রাখুক তবুও আপনারা দাতার সন্তান সেই আত্মাদের প্রতি শুভ ইচ্ছা দান করবেন । সারাদিন যত আত্মারা সম্পর্কে আসে , জ্ঞানী বা অজ্ঞানী , সকলের প্রতি সদা এইরূপ দৃষ্টি থাকে নাকি অন্য অন্য দৃষ্টিও থাকে ? আত্মা যেমনই সংস্কার যুক্ত হোক না কেন এই দয়া বা কৃপার ভাবনা বা দৃষ্টি পাথরকেও জল করতে পারে। অপোজিশানের আত্মারাও পোজিশনে চলে আসতে পারে । স্বভাবের টক্কর খায় এমনরাও ঠাকুর হতে পারে। ক্রোধ-অগ্নি , যোগ-অগ্নিতে পরিণত হবে। বহু জন্মের কঠোর হিসাব-নিকাশ তাব সেকেন্ডে সমাপ্ত হয়ে নতুন সম্বন্ধ জুড়বে। কতই বিরোধী হোক তারা এই বিধির সাহায্যে স্নেহপূর্ণ আলিঙ্গন করবে। কিন্তু এইসবের আধার হল - "দয়া ভাব" । দয়া ভাবের প্রয়োজনীয়তা, এমন পরিস্থিতি এমন সময়ে রয়েছে! সঠিক সময়ে না করলে মাস্টার দয়ার সাগর বলা যাবে? যেজনে দয়া ভাব থাকবে সে জন সদা নিরাকারী , নির্বিকারী ও নিরহংকারী হবে। মন্সা নিরাকারী , বাচা নির্বিকারী , কর্মণা নিরহংকারী হবে। এইরূপ আত্মাকেই বলা হয় দয়ালু এবং কৃপালু আত্মা । তো হে দয়ার ভান্ডারে ভরপুর আত্মারা সঠিক সময়ে কোনো আত্মার প্রতি দয়া ভাবের অঞ্জলিও দিতে পারবেনা নাকি? ভরপুর ভান্ডার থেকে অঞ্জলি দিয়ে দিলেই ব্রাহ্মণ পরিবারের সমস্যা গুলিই সমাপ্ত হয়ে যাবে। আপনাদের হল অনাদি , আদি , অবিনাশী দাতার সংস্কার । দেবতা অর্থাৎ দাতা। সঙ্গমে মাস্টার দাতা হয়েছ কিনা। অর্ধকল্পের জন্যে দেবতা অর্থাৎ দাতা । এমন দাতা স্বরূপের সংস্কার যুক্ত হে সমৃদ্ধ আত্মারা সঠিক সময়ে কেন দাতা স্বরূপ হও না? প্রাপ্তির ভাবনা দাতার সন্তানের হতে পারেনা । কেউ দিলে আমরা দেব , এইরূপ ভাবনা দেবতার নয় লেবতার। তাহলে কোন আত্মা তোমরা ? দেবতা না লেবতা ?

হে ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা আত্মারা , অল্পকালের ইচ্ছার খাতিরে দেবতার বদলে লেবতা স্বরূপ হয়ো না। দিতে থাকো , দেওয়ার সময়ে গুণতে যেও না। আমি এত করেছি, ওরা করেনি , এইরকম গুণে কাজ করা দাতার সংস্কার নয়। বিশাল হৃদয় বাবার বাচ্চারা এই সব কথা গুনতে যায়না। ভান্ডার তো ভরপুর , তবে গুনতে যাও কেন? সত্যযুগেও কোনো হিসেব নিকেস গোনা-গুনতি থাকেনা। রয়্যাল ফ্যামিলী , রাজ্যবংশী মাস্টার দাতা হয়। সেখানে এইরকম সওদাবাজি হবেনা । এত দিয়েছি , এত করেছি । যে যত প্রাপ্ত করবে ভরপুর হবে। রাজ্যবংশ অর্থাৎ দাতার নিবাস। তাহলে এইরূপ সংস্কার ভরতে হবে। কোথায় ভরতে হবে? সত্যযুগে নাকি ? এখন থেকেই ভরতে হবে কিনা। এখানেও বাবার সঙ্গে সওদাবাজি করে। বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেননি , বাবা আমাকে বলেননি । আর নিজেদের মধ্যে সওদাবাজি তো অনেক করে। শাহেনশাহ স্বরূপ হও , দাতার সন্তান দাতা স্বরূপ হও। সে করেছে তাই আমি করেছি , সে দুটো বলেছে তাই আমি চারটে বলেছি। সে দুই বার করেছে বা বলেছে আমি একবারই করেছি । এই সমস্ত হিসেব নিকেস দাতার সন্তানেরা করতে পারেনা। কেউ আপনাদের দিক বা না দিক , আপনারা দিতে থাকুন , একেই বলা হয় দয়াভাব বা কৃপা দৃষ্টি । তো হে দয়ালু-কৃপালু আত্মারা , দাতা স্বরূপ হও। বুঝেছ। বাপদাদার কাছে সবার খাতা রয়েছে । সারাদিন কত সময় দয়ালু-কৃপালু স্বরূপে স্থিত থাকো আর কত সময় দেওয়ার ভাবনা ছেড়ে নেওয়ার ভাবনা রাখো , সারাদিনের এই লীলা বাবা দেখেন। যেমন আপনারা এই ভিডিও সেট লাগিয়েছেন যাতে আপনারা দেখেন শোনেন ঠিক সেইরকম বাপদাদার কাছে প্রত্যেকের জন্যে টিভি সেট রয়েছে । যখন ইচ্ছা সুইচ অন করেন।

এইসব হল সেবার সাধন আর সে সব হল পিতা ও সন্তানের হালচাল জানবার সাধন। এমনিতেও শেষ সময়ে এইসব সাধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই ভিডিও কাজে আসবেনা কিন্তু আপনাদের উইল পাওয়ারের সেট কাজে আসবে। বৈজ্ঞানিক বাচ্চারা যে এত সময় এনার্জি ধন খরচ করে সাধন আবিষ্কার করেছে , বাচ্চাদের পরিশ্রম বাবার সেবায় লাগছে সেইজন্য বাবাও বাচ্চাদের পরিশ্রম দেখে আনন্দিত হচ্ছেন সেবার সাধন ভালই তৈরী হয়েছে । সবাই সন্তান কিনা। বাবা , বাচ্চাদের আবিষ্কার দেখে খুশী তো হবেন কিনা । সর্ব কর্মেই সফল হচ্ছে বাচ্চারা। যদিও অল্পকালের কিন্তু সফল তো হচ্ছে কিনা তাই বাপদাদা ভিডিও সেট না দেখে ঐ বাচ্চাদেরকে দেখেন । আচ্ছা ।

এই সাধন দ্বারা-ই দেশবিদেশের বাচ্চারা চতুর্দিকে দেখবে আর শুনবে তো বাপদাদাও চারিদিকের সর্ব বাচ্চাদেরকে , যারা এই ভালোবাসা নিয়ে (লগনে) বসে রয়েছে যে আজ মধুবনে কি হবে! শরীর দ্বারা বিদেশে বা দেশে রয়েছে কিন্তু আকার রূপে হলে মধুবন নিবাসী । বাপদাদা সকল আকারী স্মৃতি স্বরূপ আত্মাদের বিশেষ স্মরণ ভালোবাসা দিচ্ছেন । বাপদাদা ডবল সভা দেখেন , সিঙ্গল নয়। একটি হল সাকারী সভা অন্যটি হল আকারী সভা। সকলের স্মরণের ভাইব্রেশন পৌঁছেছে । আচ্ছা - সবার পত্রের একই উত্তর , তারা বাবাকে স্মরণ করে , বাবাও পদমগুণ সেই বাচ্চাদের স্মরণ করেন। যেমন তারা দিন গুনছে তেমনই বাবাও প্রতিটি বাচ্চার গুণের মালা সদা স্মরণ করেন। সব বাচ্চাদের একমাত্র মিলনের সঙ্কল্প রয়েছে আর বাপদাদাও এমন মিলনের আশাবাদী , মিলনের সঙ্কল্পে মগ্ন আত্মাদের বিশেষ অমৃতেবলার মিলনে মিলিত হয়ে রেসপন্ডস দেন আর সর্বকে সেবার প্রতি বিশেষ সঙ্কল্প দিচ্ছেন । আচ্ছা ।

এমন সদা দয়াভাব এবং কৃপা দৃষ্টিকারী , সদা দাতা স্বরূপ , প্রাপ্তির কামনা যারা রাখেনা , ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা - এমন স্থিতিকারী , এমন রাজ্যবংশ সংস্কারী , শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর নমস্কার ।

টিচার্সদের সাথে :-

তোমরা সবাই হলে বাপদাদার বিশেষ সহযোগী আত্মা কিনা । সহযোগী সে-ই হতে পারে যে স্নেহী হয়। যেখানে স্নেহ থাকবে সহযোগ না দিয়ে থাকতে পারবেনা । তাহলে সেবাধারী অর্থাৎ স্নেহী আর সহযোগী । সাথে থাকবে, সাথ দেবে আর শেষে সাথে যাবে। তো তিনটিতেই এভাররেডি । সাথে থাকা এবং সাথ দেওয়া হল এখন, সাথে যাওয়া হবে পরে। যখন দুটি কথা ঠিক থাকে তাহলে তৃতীয় কথার ডেটও এসেই যাবে। তোমরা হলে সবাই নিমিত্ত আত্মা কিনা । তোমরা যত সাথ দেবে আর সাথে থাকবে তত তোমাদের দেখে অন্যদেরও উৎসাহ উদ্দীপনা স্বত:তই বেড়ে যাবে। একা তুমি হলে অনেকের নিমিত্ত কিনা । আমি নই কিন্তু বাবা বানিয়েছেন নিমিত্ত স্বরূপ । আমিত্ব ভাবের সমাপ্তি হয়েছে কিনা। আমি -র স্থানে আমার বাবা , আমি করেছি , আমি বলেছি , এইরূপ নয়, বাবা করিয়েছেন , বাবা করেছেন, তাহলে দেখো সফলতা সহজ হয়ে যাবে। তোমার মুখ দিয়ে বাবা বাবা শব্দ যত বেরোবে ততই অনেককে বাবার হতে সাহায্য করতে পারবে। সবার মুখ দিয়ে এই কথাই বেরোবে এনার চলায় - বলায় বাবাই বাবা রয়েছেন তবেই অন্যদেরও এই নেশা লাগবে। যে কথায়-চলায় অর্থাৎ লগনে থাকবে সেই কথায় সেই চলায় প্রত্যক্ষ হবে। বাপদাদা ছোট ছোট কুমারীদের সাহস এবং ত্যাগ দেখে হর্ষিত থাকেন। বড়রা তো টেস্ট করে ত্যাগ করেছে , সেটি কোনো বড় কথা নয়। টেস্ট করে ত্যাগ করা। কিন্তু এরা তো প্রথমেই বুদ্ধি দিয়ে কাজ করেছে । যত ছোট তত বুদ্ধিমান ।

পার্টির সঙ্গে সাক্ষাৎকার :-

গুজরাট :- সর্বদা নিজেকে মহাবীর অর্থাৎ মহান আত্মা ভেবে চলো কিনা ? কার আপন হয়েছি আর কি স্বরূপ ধারণ করেছি শুধুমাত্র এই কথা ভাবলেও কখনও ব্যক্ত ভাবে আসতে পারবেনা । ব্যক্ত ভাবের ঊর্ধ্বে থাকো অর্থাৎ ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে সর্বদা উপরে উড়তে থাকো। ফরিস্তা নীচে নামে না , পৃথিবীতে পা রাখেনা । এই ব্যক্ত ভাবও হল দেহের ধরনী। তো যখন ফরিস্তা স্বরূপে পরিণত হয়েছ তবে দেহের ধরনীতে আসবে কিভাবে , ফরিস্তা অর্থাৎ উড়ন্ত । তাহলে সবাই উড়ন্ত পাখি হয়েছ তো , খাঁচার ভেতরের পাখি নয়তো? অর্ধকল্প তো খাঁচাতেই ছিলে , এখন হয়েছ উড়ন্ত পাখি । স্বাধীন হয়ে গেছ। নীচের আকর্ষণ এখন আর আকর্ষিত করবেনা । নীচে থাকলে শিকারি শিকার করবে, উপরে উড়তে থাকলে কেউ কিছুই করতে পারবেনা । তো সবাই উড়ন্ত পাখি হয়েছ তো ? খাঁচা খতম হয়েছে তো ? যতই সুন্দর খাঁচা হোক না কেন কিন্তু বন্ধন হল কিনা। এই অলৌকিক সম্বন্ধও হল সোনার খাঁচা , তাতেও ফাঁসবেনা। স্বাধীন মানে স্বাধীন । সর্বদা বন্ধনমুক্ত যারা থাকবে তারাই জীবনমুক্ত স্থিতির অনুভব করতে পারবে। আচ্ছা ।

দিল্লি :- এখন দিল্লিতে ব্যবসায়ী তৈরী হয়নি। ব্যবসায়ী এক লক্ষকে আগে বাড়াতে পারে কেননা এক ব্যবসায়ী অনেকের সম্পর্কে আসে। যতজনের সম্পর্কে আসবে তার অর্ধেকও যদি খবর শুনে বেরিয়ে আসে তাহলেও অনেকে হয়ে যাবে। এও তো একপ্রকারের বিজনেস কিনা ।

বিজনেসম্যান কত শেয়ার প্রাপ্ত করবে। সেবার চান্স বিজনেসম্যানের জন্যে ভাল কথা। এবারে বিজনেসম্যানের গ্রুপ তৈরী করে আনো।

সেবাধারীদের প্রতি:-

যত বিশেষ মহত্ব এই যজ্ঞের রয়েছে , ততই বিশেষ মহত্ব যজ্ঞ-সেবাধারীদেরও রয়েছে । এই সেবার স্মৃতিচিহ্ন এখনও অনেক ধর্মস্থলে স্থাপিত রয়েছে । যে ধর্মস্থল গুলি পরে নির্মিত হয়েছে সেইসব স্থানে সেবার মহত্বও সবাই বোঝে। তাহলে চৈতন্য মহাযজ্ঞে সেবাধারীদের কতখানি মহত্ব রয়েছে । এইখানে সেবা করছো না বরং পদমগুণ মেওয়া (dry fruits) খাচ্ছো। ধন সম্পত্তিবানদের প্রতি কথায় আছে না- এরা সর্বদাই মেওয়া খায়। গরীব দরিদ্রদের জন্যে বলা হয় ডাল-রুটি খায় আর ধনীদের জন্যে বলা হয় মেওয়া খায়। সেবাধারী অর্থাৎ মেওয়া খায় যারা। তাহলে কত শ্রেষ্ঠ হলে কিনা । প্রতিটি পদক্ষেপে ডবল ইনকাম । মন্সাতেও এবং কর্মণাতেও। মন্সা অর্থাৎ স্মরণে থেকে সেবা করো তো ইনকাম ডবল হল কিনা। তো কে কতটা ইনকাম করছে প্রত্যেকে নিজেই তা জানতে পারে। সেবার ভান্ডার তো ভরপুর রয়েছে । মহাযজ্ঞ অর্থাৎ সেবার ভান্ডার । সেবার ভান্ডার হল ভরপুর তারপর যে যতটা করতে পারে। কোনো সীমা নেই আর কোথাও খুঁটি বাঁধাও নেই। এরও কোনো সীমা নেই যে এই কাজ পূর্ণ হলে এরপর কি করা হবে, ভান্ডার তো ভরপুর । বেহদের ভান্ডার তাই যত চাও তত করতে পারো। মালামাল হওয়ার লটারি। লটারি তো পেয়েছ , এখন লটারিতে কোন লটারি নিয়েছ , পদ্মগুণ , লক্ষ গুণ , হাজার গুণ নাকি একশ গুণ, সেটা নির্ভর করছে আপনাদের উপরে। এই হল মহান লটারি , পদমগুণ লটারিও নিতে পারো।

বাপদাদাও সেবাধারী স্বরূপে আসেন। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথোরিটির প্রথম স্বরুপ তো হল ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট কিনা। তো যেমন বাবার তেমন বাচ্চাদের গায়ন আছে। নির্বিঘ্ন সেবাধারী কিনা । সেবার মধ্যে কোনো বিঘ্ন আসেনা তো । যেমন বায়ুমন্ডল , সঙ্গ , আলস্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বিঘ্ন তো আছে , কোনো প্রকারের বিঘ্ন আসলেই সেবা খন্ডিত হল কিনা। অখন্ড সেবা । কোনোরকম বিঘ্নের বশে কখনোই আসবেনা । নির্বিঘ্ন সেবা , এরই মহত্ব রয়েছে । একটুও বিঘ্ন যেন সঙ্কল্প মাত্র না থাকে। এমন অখন্ড সেবাধারী কখনও কোনো চক্রে আসেনা। কখনও কোনো ব্যর্থ চক্রে আসবেনা তবেই সেবা সফল হবে। নাহলে সেবায় সফলতা হবেনা । আচ্ছা ।

বরদান :- সংশয়ের সংকল্প গুলিকে সমাপ্ত করে মায়াজিত রূপী বিজয়ী রত্ন ভব।

প্রথমেই কখনো সংশয়ের সংকল্প যেন উৎপন্ন না হয় যে না জানি যদি ফেল হয়ে যাই , সংশয় বুদ্ধি হলেই হার হয় সেইজন্য সর্বদা যেন এই সংকল্পই মনে আসবে আমরা বিজয় লাভ করেই দেখাব। বিজয় তো হল আমাদের জন্ম-সিদ্ধ অধিকার , এমন অধিকারী রূপে কর্ম করলে বিজয় অর্থাৎ সফলতার অধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, এর দ্বারা-ই বিজয়ী রত্ন হয়ে যাবে তাই মাস্টার নলেজফুলের মুখ থেকে কখনোই 'না জানি ' শব্দ বেরনো উচিত নয়।

স্লোগান :- দয়ার ভাবনা সহজেই নিমিত্ত ভাবকে ইমার্জ করে দেয়।